ইত্তেফাক

তারিখ ... 3.12.83 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

006

এরশাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

বাসস প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এনডিসি, পিএসসি'র জীবনালেখ্য ঃ এইচ এম, এরশাদ ১৯৩০ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী রংপুর জেলার এক আইনজীবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ শহরে প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশুনা করেন। তাঁহার পিতা রংপুর জেলা বারের একজন নেতৃস্থানীয় আইনজীবী ছিলেন।

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৫২ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন এবং বিভিন্ন ইউনিট ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। ১৯৬৬ সালে কোয়েটার ষ্টাফ কলেজ হইতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩য় ও ৭ম পদাতিক বাহিনীর তিনি অধিনায়কত্ব করেন। পাকিস্তান হইতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৫ সালে নয়াদিল্লীতে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একই বৎসর আগষ্টে তাঁহাকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় এবং ডেপুটি চীফ অফ আর্মি ষ্টাফ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি চীফ অফ দি আর্মি ষ্টাফ হন এবং ১৯৭৯ সালের ৭ই নভেম্বর তাঁহাকে লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তিনি

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদের জীবনালেখ্য

(৩য় পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৬ সালে এরশাদ রওশনকে বিবাহ করেন এবং তিনি দুই সন্তান—এক কন্যা ও এক পুত্রের জনক।

জেনারেল এরশাদ ছোটবেলা হইতেই খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি দারুণ আগ্রহী। তিনি কারমাইকেল কলেজের সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন এবং কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। ১৯৪৮ সালে কারমাইকেল কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। পরে তিনি ঢাকা জোনাল আর্মি ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসাবে ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ লন টেনিস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট।

জেনারেল এরশাদ জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল, ক্যাডেট কলেজসমূহের গভর্নিং বডি এবং সেনাকল্যাণ সংস্থার ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদেরও তিনি প্রধান উপদেষ্টা।

একজন কবি হিসাবে কলেজ জীবন হইতেই সাহিত্যের প্রতি এরশাদের ঝোঁক। শিল্প-সংস্কৃতির অনুরাগী এরশাদ বই পড়িতে ও গান শুনিতে বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল গীতি শুনিতে ভালবাসেন। স্কুলজীবন হইতেই তিনি একজন খেলোয়াড়। এখনও তিনি সময় পাইলে গলফ ও টেনিস খেলেন।

১৯৮১ সনের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী গণতন্ত্র রক্ষা এবং ১৯৮১ সনের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক সরকার কায়েম রাখার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ১৯৮২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী এক বেতার ভাষণে, দারুণ দুর্নীতি, অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সরকারের অযোগ্যতার কথা জানান তাঁহার সতর্কবাণী ও আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতির অবনতি হইতে থাকে এবং ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ প্রশাসন পরিচালনের দুরূহ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই জেনারেল এরশাদ তাঁহার সরকারের প্রধান লক্ষ্যসমূহের কথা প্রকাশ করেন ঃ—সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে সুষ্ঠুখাতে প্রবাহিত করা ও দুর্নীতি দূর করা।

—অর্থনীতিকে সচল করা।

—সরকারী কাজকর্মে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং একটি টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা।